দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 NOV 1993

শিক্ষার মান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সেমিনার

ছাত্র রাজনীতিকে নিজস্ব ধারায় চলতে দেওয়া হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে ছাত্র রাজনীতিকে নিজস্ব ধারায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দানের আহবান জানিয়েছেন। তিনি শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ দূষণে সন্ত্রাসের সঙ্গে বিরাজমান রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগকে দায়ী করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী সেমিনারে মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে "শিক্ষার মান ও পরিবেশ" শীর্ষক অধিবেশনে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মূল প্রবন্ধ পড়েন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর মোজাফফর আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, সাবেক সচিব মফিজুর রহমান, সাবেক সচিব এ টি এম শামসুল হক ও অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী। অধিবেশনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ সম্পর্কে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, ছাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় রাজনীতির পরস্পর নির্ভর সম্বন্ধের অবসান না ঘটলে সন্ত্রাসেরও শেষ নেই। এ ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব রাজনৈতিক দল সমূহের। তাদের কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক আছে। ফলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস টিকে আছে। ছাত্র রাজনীতিকে পৃথক ও নিজস্ব ধারায় চলতে দেয়া হচ্ছে না। এককভাবে কোন রাজনৈতিক দল বা কোন সরকার এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, মনে হয় নেবেও না। একমাত্র ছাত্র সমাজ যদি সংঘবদ্ধভাবে নিজের অস্তিত্ব লড়াই–এ রুখে দাঁড়ায় ও নিজেরাই সমবেত সিদ্ধান্তে পরাশ্রয়ী রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তবেই শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারবে। বিরাজমান রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাস বিরোধী আইন অথবা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ সন্ত্রাসের চুলও ছুঁতে পারবে না।

প্রফেসর সিদ্দিকী অবশ্য শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে ব্যাপকতর সামাজিক রাজনৈতিক অসুস্থতা ও বিকৃতির একটি বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই অসুখের চিকিৎসা শিক্ষাঙ্গনে নয়, রয়েছে জাতীয় সংসদে। বর্তমান জাতীয় সংসদে দেশের প্রধান রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রবণতা সবগুলির প্রতিনিধিত্ব আছে। সুতরাং শিক্ষা পরিবেশের সাম্প্রতিক রূপ ও সন্ত্রাস সম্বন্ধে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগও এই জাতীয় সংসদের রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য গঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানান, দেশের সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। অধিকতর গণতন্ত্রায়ণ করে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বহাল রাখার পক্ষে আওয়ামী লীগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে একটা বড় ধস নামায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যার্জন এখন কেবল শহরে বিত্তবানের ঘরে সীমাবদ্ধ। পাকিস্তান আমলে তা শুরু ও স্বাধীনতার পর তা ব্যাপকতা পেয়েছে। শিক্ষকতার মান ও পাঠ্য বইয়ের মানের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়নি।

সাবেক সচিব মফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলে রাজনৈতিক দলসমূহ তাতে ভূমিকা রাখতে বাধ্য।

সাবেক সচিব এ টি এম শামসুল হক গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে "সবার জন্য শিক্ষা"কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। বিরাজমান শিক্ষার পরিবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। এর পরিবর্তে তারা বিদেশী সংস্থার পরামর্শক হতে বেশী আগ্রহী। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে গোলাগুলি চলাকালে কর্তব্য পালনরত পুলিশকে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখি।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ একই ধারার গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি চালুর আহবান জানান। তিনি মৌলিক শিক্ষা কি তা জানার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে বলেন, গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের পরামর্শ যথেষ্ট নয়। এর জন্য আপনাদের জনগণের কাছেই যেতে হবে।

গতকাল সেমিনারে "শিক্ষানীতি, ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক পৃথক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি-মণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। এতে প্রবন্ধ পড়েন ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। আলোচনা করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এম এস কিবরিয়া, ডঃ মোজাহারুল ইসলাম, ডঃ আক্তারুজ্জামান ও অধ্যাপক এ টি এম জহিরুল হক।